গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
সমন্বয় শাখা
www.mole.gov.bd

বিষয়: শুদ্ধাচার পুরস্কার বাছাই কমিটির সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	কে. এম. আব্দুস সালাম সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
সভার স্থান	:	মন্ত্রণালয়-সভাকক্ষ (কক্ষ নং-৪২২)
সভার তারিখ	:	১৮ জুন, ২০২০ খ্রি.
সময়	:	সকাল ১১.০০ টা
সভায় উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট-'ক'

সভাপতি কর্তৃক শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০১৯-২০২০ বাছাই কমিটির সভায় উপস্থিত সকল সদস্যকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। সভার প্রথমেই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। সভাপতি বলেন, কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। দাপ্তরিক সকল কাজে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা করা জরুরি ও প্রয়োজনীয়। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন একটি অপরিহার্য কৌশল। প্রাতিষ্ঠানিক শুদ্ধাচার পুরস্কার সকল কর্মচারীর কর্মকাণ্ডকে উৎসাহিত করে।

২। শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী যেসকল কার্যক্রম কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে সম্ভব হয়নি সেসব বিষয়ে যথাসম্ভব উদ্যোগী হওয়ার জন্য সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ দেন। যেসব কার্যক্রম অনলাইন/ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে করা সম্ভব তা যথাসম্ভব দ্রুত সময়ের মধ্যে শেষ করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ দেন। এ পর্যায়ে তিনি এ মন্ত্রণালয়ের শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্টকে আজকের আলোচ্য বিষয় উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন।

৩। সভাপতির অনুমতিক্রমে জনাব শাকিলা জেরিন আহমেদ, যুগ্মসচিব (সমন্বয় ও আদালত) শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে বলেন, শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা, ২০১৭ এবং ১৩ মার্চ ২০১৮ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালার স্পষ্টীকরণ নির্দেশনা সভায় উপস্থাপন করেন। নীতিমালার অনুচ্ছেদ ৩ এর (৩.২) অনুযায়ী মন্ত্রণালয়ের গ্রেড-১ হতে ১০ ভুক্ত একজন কর্মচারী ও গ্রেড ১১-২০ ভুক্ত একজন কর্মচারী এবং মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা প্রধানদের মধ্য হতে একজনকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদানের জন্য বিবেচনা করা যেতে পারে। তিনি আরও বলেন, এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন রাজস্বখাতে শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান তিনটি, যথা- (১) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (২) শ্রম অধিদপ্তর এবং (৩) নিম্নতম মজুরি বোর্ড। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর ও শ্রম অধিদপ্তর প্রধানদের স্ব স্ব দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রম ১ বছরের বেশি হয়েছে। অন্যদিকে, নিম্নতম মজুরি বোর্ডের চেয়ারম্যানের কার্যক্রম ছয়মাস পূর্ণ হয়নি। এমতাবস্থায়, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর ও শ্রম অধিদপ্তর-কে পুরস্কার প্রদানের জন্য নীতিমালা অনুযায়ী বিবেচনা করা যায়।

৪। অতিরিক্ত সচিব (শ্রম) বলেন, বর্তমানে কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে দেশে স্বাভাবিক পরিস্থিতি বিরাজমান নয়। সীমিত সংখ্যক কর্মচারী নিয়ে দাপ্তরিক কাজ সীমিত আকারে সম্পাদিত/পরিচালিত হচ্ছে। ইতঃপূর্বে মার্চ ২০২০ থেকে ৩০ মে ২০২০ পর্যন্ত দেশে সাধারণ ছুটি ঘোষিত থাকায় দাপ্তরিক কাজকর্ম ব্যাহত হয়। ফলে শুদ্ধাচারের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নও বাধাগ্রস্ত হয়েছে। আজ শুদ্ধাচার বাছাই কমিটির সভায় মন্ত্রণালয়ের কর্মচারীদের তথ্যাদি যথাযথভাবে সংগ্রহ করা সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু স্বল্প সময়ে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) জানান, গত বছর বাছাই কমিটির নীতিমালার আলোকে বাছাই কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে ৩টি ক্যাটিগরিতে পুরস্কার প্রদান করা হয়। পুরস্কার প্রাপ্ত কর্মচারীগণকে ১ মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ ও একটি সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

৫। সভায় বিস্তারিত আলোচনাক্রমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়:

(ক) মন্ত্রণালয়ের গ্রেড ১-১০ ভুক্ত কর্মচারীর মধ্য হতে পুরস্কার বাছাই কমিটি কর্তৃক ২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরের জন্য নিম্নোক্ত কর্মকর্তার নাম সুপারিশ করা হয়:

জনাব শাকিলা জেরিন আহমেদ, যুগ্মসচিব (সমন্বয় ও আদালত), শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়;

(খ) পুরস্কার বাছাই কমিটি কর্তৃক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা হতে নিম্নোক্ত কর্মকর্তার নাম সুপারিশ করা হয়:

জনাব শিবনাথ রায়, মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, ঢাকা;

(গ) এ মন্ত্রণালয়ের গ্রেড ১১-২০ ভুক্ত কর্মচারীর মধ্য হতে বাছাই কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ মন্ত্রণালয়ের ৪ (চার) টি অনুবিভাগের ৪ (চার) জন অতিরিক্ত সচিব কর্তৃক প্রাথমিকভাবে মনোনীত দুই জন করে কর্মচারীর নাম এবং মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব কর্তৃক মনোনীত দুই জন কর্মচারীর নাম শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান কমিটির নিকট উপস্থাপন করা হলে তাদের মধ্য হতে নিম্নোক্ত কর্মচারীকে পুরস্কার প্রদানের জন্য সুপারিশ করা হয়:

জনাব মোঃ ফেরদৌস জামান, অফিস সহায়ক, প্রতিমন্ত্রীর দপ্তর, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়;

৬। এছাড়াও বিস্তারিত আলোচনার পর সভাপতি নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণের সিদ্ধান্ত প্রদান করেন:

(ক) মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার ফোকাল পয়েন্ট-কে পুরস্কার প্রদানসহ শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা যথাসম্ভব বাস্তবায়নের নির্দেশনা প্রদান করেন;

(খ) যে-সকল কার্যক্রম আর্থিক বছর শেষে বিল দাখিলের সময়সীমার মধ্যে সম্পাদন করা সম্ভব নয় সেসব বিষয়ে বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে;

(গ) নৈতিকতা কমিটির সভা অনলাইনে আহবান করতে হবে; এবং

(ঘ) সকলের কাছ থেকে কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি জানতে হবে।

৭। সভায় আর কোন আলোচনার বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

২২/০৬/২০২০

কে. এম. আব্দুস সালাম
সচিব
ও
সভাপতি, শুদ্ধাচার বাছাই কমিটি
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়